গরম ভাত কিংবা নিছক ভোটের গল্প

গৌতম ঘোষদস্তিদার

গত ডিসেম্বর মাস 'পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি' ও 'শ্রমজীবী মহিলা সমিতি' ঠিক করে, হতদরিদ্র এবং খিদেকাতর ম ানুষদের অবস্থাটি ঠিক কীরকম, তা জানার চেষ্টা করবে। রাজ্যের চারটি জেলায় তারা এই উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র - সমীক্ষা চাল ায়। ৪৩ জন মানুষের সঙ্গে কথা বলে। এঁদের মধ্যে পুষ মহিলা এবং বিভিন্ন বয়সি মানুষ রয়েছেন, রয়েছেন নানা জাতি - বর্ণ - ধর্মেরও মানুষ তবে এ-সব তফাত ছাপিয়ে তাদের মধ্যে যে -মিল, তা খিদের মিল। ছাবিবশ বছরের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলেই এই বুভুক্ষু মানুষেরা খিদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েছে, হচ্ছেন -- ঋিাস করতে কষ্ট হলেও, তা দিনের অ ালোর মতোই সত্য, নগ্ন। অন্ধ্রপ্রদেশে চন্দ্রবাবু নাইডু যেমন একদিকে সাইবারবাদ বানাচ্ছেন, আর অন্য দিকে সে - রাজ্যে ঘটছে চাষিদের আত্মঘাতের ঘটনা -- আমাদের সাধের বাম - সাম্রাজ্যও প্রায় সেই পথেই চলেছে, ভাবলে আতঙ্ক হয়। কেননা, আমরা জানি, ক্ষেত্র - সমীক্ষার ৪৩ জনই কেবল এই রাজ্যের নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি নন, অনায়াসেই ওই সংখ্ যাটির পিছনে বেশ কয়েকটি শূন্য বসিয়ে নেওয়া যায়। এই রচনায় লিপিবদ্ধ রইল তাঁদের অনাহার, অর্ধাহারের জবানবন্দি, হাহাকার।

।। পশ্চিম মেদিনীপুর ।।

পঞ্চায়েত রা কাড়ে না।

রামানন্দ মাইতি (৬৭), গ্রাম ভুরঙ্গী, ৭নং আইকুলা পঞ্চায়েত, দাঁতন ১নং ব্লক আমার বড় ছেলে বিয়ের পর আলাদা হয়ে গেছে। এখন আমার সেজ আর ছোট ছেলেকে নিয়ে থাকি আমি আর আমার বউ। ছোট ছেলের বয়স ১৪ বছর। দু-বছর আগে সে হঠাৎ - একটু করে প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় একটি ক্লাব আর একজন মাস্টারমশাই ছেলের একটা চোখ অপারেশন করার জন্য খুব সাহায্য করে। অন্য চোখটা ডাক্তারকে দেখাতে নিয়ে যেতে পারিনি। পয়সা জোগাড় করতে পা রিনি। এমনকী, বাসভাড়াটুকু জোগাড় করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেজ ছেলেটা খেতমজুরের কাজ করে। তা-ও সব সময় কাজ জোটে না। তার বয়সে ১৭। বিপিএল তালিকায় আমাদের নাম রয়েছে। ২৮ ডেমিমেল খাসজমি পেয়েছিলাম। ওই পতিত জমিতে চাষ করা খুবই কষ্টসাধ্য।

আমার একটা ছোট চা - পান - বিড়ির দোকান আছে। দোকানটা ইস্কুলের সামনে। আমি বুড়ো মানুষ। ঠিকমতো সব স ামলাতে পারি না। দোকান চালাবার মতো টাকাও নেই।

দু-বছর আগে আমি বারো হাজার টাকার ডিআররডিএ লোন পেয়েছিলাম। নামেই বারো হাজার। সাকুল্যে তিনহাজার টাকা হতে পেয়েছি। বাকি ন - হাজার টাকার এক - পয়সা জোটেনি। পঞ্চায়েতের কাছে বার্ধক্য - ভাতার কথা বলেছি। কিন্তু কেউ কোনও সাড়াশব্দ করেনি।

অবশ্য অন্নপূর্ণা অন্তোদয় যোজনায় সপ্তাহে দু - কিলো চাল জোটে। কিন্তু, তা একেবারেই নিয়ম করে না। কোনও সপ্তাহে জোটে, কোনও সপ্তাহে জোটে না। তাছাড়া, প্রতি হপ্তায় চাল কেনার মতো পয়সাও হাতে থাকে না। ফলে চাল জোটে না। আমার ঘরটিরও ভগ্নদশা। চালের উপর পলিথিন চাপা দিয়েছি। ঘর সারাবার পয়সা কোথায় পাব? আমাদের ভুরঙ্গী গ্র

ামে সকলেরই প্রায় এক দশা। সকলেই খেতমজুর। সবদিন সকলের কাজ জোটে না। সকলেই হতদরিদ্র। গ্রামের দশভ াগের এক- ভাগ আদিবাসী। বর্ষা থেকে শু করে আশ্বিন - কার্তিক মাস পর্যন্ত খাবার জোটে না। জুটলেও একবেলা, অ াধপেটা। এখানে স্বর্নজয়ন্তী রোজগার যোজনার (এসজেআরওয়াই) কোনও কাজ নেই। ৩০-চল্লিশ বছর এ - ভাবেই ক াটছে।

।। বছরে এক মাস কাজ জোটে ।।

মালতি ঘোরই (৪০), বরঙ্গি ৬নং তচকইসলামপুর পঞ্চায়েত, ১নং ব্লক পনেরো বছর ধরে আমার স্বামী নিখোঁজ। আম াদের ছ - জনের সংসার। আমি, আমার বড় ছেলে (২২), ছেলের বউ, নাতি (দেড় বছর), আমার মেয়ে (১৭) আর ছোট ছেলে (১৫)। ছোট ছেলেটি বছরখানেক এক গৃহস্থবাড়িতে চাকরের কাজে লেগেছে।

আমাদের এক-ছটাকও জমি নেই। আমরা এক খাসজমিতে ঘর বেঁধে থাকি। সেই - জমিও অন্যদের জন্য বরাদ্দ। তিনি দয় া করে তাঁর জমিতে আমাদের থাকতে দিয়েছেন। আমার বড় ছেলেকে কাজের খোঁজে প্রায়ই গ্রামের বাইরে কাটাতে হয়। গ্রামের মানুষের খেতমজুর খাটা ছাড়া আর - কোনও কাজ নেই। সেই কাজও কালে ভদ্রে জোটে। গ্রামে থাকে না বলে ছেলের সে - কাজও মেলে না। ট াকা ধার করে সে ওড়িশা থেকে মাছ কিনে এনে এখানে বিত্রি করে। টাকার সুদ দিতে হয় দিনের হিসাবে। ছোট ছেলেটা এতই চোট যে সে জনমজুরের কাজও জোটাতে পারে না। আমি আগে খেতে কাজ করেছি। এখন দুর্বল শরীর নিয়ে আর পারিনা। রক্তশূন্যতায় ভুগছি। বিপিএল তালিকায় আমাদের নাম রয়েছে। হপ্তায় দু - কেজি চাল পাই।

বছরে সাকুল্যে মাসখানেক খেতে কাজ জোটে। ফসল বোনা আর কাটার সময়। বাকি সময়টা খাদ্যের অভাবেই কাটে। অ াশ্বিন, কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মাসে একবেলা ভাত জোটে, ভাতের সঙ্গে একটু নুন। সরকারি সাহায্য কাকে বলে জানি না। গ্রামের অধিকাংশেরই এই অবস্থা। কে কাকে দেখবে! দশভাগের একভাগ আদিবাসী। তারই বেশিরভাগ জনমজুরের কাজ পায়।

।। রেশনকার্ড ঘূর্ণিঝড়ে হারিয়ে গেছে।।

লক্ষ্মী মাণ্ডি (৩৬), গ্রাম আইকুলা, ভুইয়াঁপুকুর, ৭নং আইকুলা পঞ্চায়েত, দাঁতন ১নং ব্লক আমি আর আমার স্বামী প াণ্ডু মাণ্ডি দু-জনেই খেতমজুর। আমাদের পাঁচজনের সংসার। বিপিএল তালিকায় আমাদের নাম রয়েছে। হলে হবে কী! অ ামাদের রেশনকার্ড নেই। ফলে চাল পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্ত্যোদয় চালও পাই না। পাঁচ - ছয় বছর আগে ঘূর্ণিঝড়ে রেশনকার্ড হারিয়ে গেছে।সে - কথা কেউ শোনেনি। তাছাড়া রেশনদোকান তিন কিলোমিটার দূরে।

এখানে দিনমজুরি ৩০-৩৫ টাকা। ফসল বোনা আর তোলার সময় একমাস কাজ জোটে। বাকি দিনগুলি কী করে কাটে, জানি না। দাদন নিই। কাজ করলে দাদন শোধ দিতে আর হাতে কিছু থাকে না। ১০-১৫ দিন মাটি কাটার কাজ জোটে। ওড়িশার দিকে খাদান থেকে বালি তোলার কাজ মেলে ওই দিন দশ - পনেরো। তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।

আমাদের কোনও জমি নেই। গ্রামে কুড়ি - ঘর আদিবাসী রয়েছে। গত তিন - চার পুষ ধরে আমরা খাসজমিতে বসবাস করছি। বহুকাল ধরে শুনছি, জমির পাট্টা পাব। কই, এখনও তো কিছু হাতে পাইনি! আইসিডিএস কেন্দ্র কিংবা প্রাথমিক স্কুল গ্রামের তিন কিলোমিটার দূরে।

স্বর্ণজয়ন্তী রোজগার যোজনায় ৩০০ মানুষের রাস্তা বানানোর কাজ জুটেছিল। আমারও কাজ পেয়েছিলাম। পাঁচ কেজি চ াল আর ৩০ টাকা মজুরি জুটত। চালের ভিতর পোকা, আর দুর্গন্ধ। প্রতিবাদ জানালে চালের বদলে কেবল ৫০টাকা মজুরি দেওয়া শুহল। সে-কাজ বন্ধও হয়ে গেছে।

আমরা ভোট দিই। কিন্তু, গ্রাম - সংসদের সভা কোথায় বসে, না - বসে, সেখানে কী হয়, না - হয়, আমরা কিছুই জানতে পারি না।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিকে অনাহার তীব্র হয়ে ওঠে। তখন গ্রামের কুড়িটি পরিবার কেবল রাত্রিবেলা আধপেটা খায়।

।। গ্রাম ছেড়েছি, তাই খেতে পাই।।

যতীন হেমব্রম (২২), গ্রাম মনীষা, ৭নং আইকুলা পঞ্চায়েত, দাতন ১নং ব্লক আমার বাবা কুমার হেমব্রম। আমার বাবা - মা থাকে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে। আমার দাদা তার বউকে নিয়ে আলাদা থাকে। আমি আর আমার বউও আলাদা থাকি। আমি যখন ক্লাস - টুয়ে পড়ি, তখন থেকেই একবেলা আধপেটা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। তখনই আমাকে অন্যের গ চরাবার কাজে নেমে পড়তে হয়। পড়াশোনার খুব আগ্রহ ছিল। দু-বছর পর কাজ ছেড়ে পালিয়ে আসি। আবার পড়াশোনা শু করি। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত খুবকষ্ট করে পড়েছিলাম। বাড়ির অবস্থা এমন হল যে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। পুরোদমে খেতমজুর হয়ে যাই। গ্রামে এক-দেড় মাসের বেশি কাজ থাকে না। তখন কাজের খোঁজে গুজরাত কিংবা দিল্লিতে চলে যাই। আমি এমব্রডারির কাজ শিখেছি। প্রতি বছর - চার -পাঁচমাস দিল্লিতে ওই কাজ করি। আমি গ্রাম থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তাটি চিনেছি বলেই খেতে পাই। যদি তা না-হত, তাহলে হাল হত গ্রামের মানুষদের মতোই। আমার বাপ-দাদা ভাগ- চাষ করে। কখনও তিনভাগের একভাগ কখনও অর্ধেক ফসল দিতে হয় জমির মালিককে। আমাদের গ্রামে কোনোও আইসিডিএস কেন্দ্র বা প্রাইমারি স্কুল নাই।

।। চল্লিশ দিনও কাজ জোটে না। ।।

বেনুধর মুখি (৪০), গ্রাম কুসুমী, ৬নং চকইসমাইলপুর পঞ্চায়েত, দাতন ১নং ব্লক আমি তফশিলি জাতিভুক্ত। আমার ঘরের ছ'টি পেট। অন্ত্যোদয় যোজনায় আট কিলো চাল পাই সপ্তাহে। রেশন বন্ধহওয়ার পরেই এই ব্যবস্থা।

আমি খেজুরপাতার ঝাড়ু বানাই। একটা বাঁশ কিনতে কুড়ি টাকা লাগে। তা থেকে আটটা ঝুড়ি হয়। মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ঝুড়ির চাহিদা থাকে। তখন আটটা ঝুড়ি থেকে ৩২টাকা পাই। অন্য সময় জোটে ২৪ থেকে ২৮ টাকা। দিনে কুড়িটা ঝুড়ি বানাতেগেলে আরেকজন লোক দরকার। লোক পাওয়া যায়। কিন্তু তাকে পয়সা দেব কোত্থেকে? আগে খেজুরপাতা মাগনায় মিলত। দুটো ঝাড়ুর বদলে আমি এক কেজি চাল জোটাতে পারি।

আষাঢ় - শ্রাবণ মাসে স্রেফ অনাহার। দিনভর ছ'টি পেটের জন্য একথালা ভাত জোটানোই মুশকিল হয়ে পড়ে। এ-ভাবেই কাটছে পনেরো - ষোলো বছর। গ্রামের দশ - বারোটি পরিবারের অবস্থাই আমাদের মতো। গ্রামে ৩০০ পরিবার আছে। দেড়শো পরিবার খেতমজুর। স্বর্ণজয়ন্তী প্রকল্পে বছরে চল্লিশ দিন কাজ জোটে। তা-ও সকলের জোটে না।

।। মাসে চারদিন উপোস ।।

সত্যবতী কর (৩০), গ্রাম কুসুমী, ৬নং চকইসমাইলপুর পঞ্চায়েত, দাতন ১নং ব্লক আমার স্বামীর নাম ভবশঙ্কর কর। বিপিএল তালিকায় আমাদের নাম লেখানো আছে। ওই নাম থাকাই সার। চাল কেনার টাকা নেই। আমাদের বরাদ্দ চাল কে নেয়, জানি না। পনেরো বছর হল বিয়ে হয়েছে। ভাগ্য ভাল, কোনও ছেলেপুলে হয়নি। আট ডেসিমেল বাস্তুজমি আছে। আগে আমার স্বামী পুজো করতেন। কিন্তু দশ বছর ধরে তিনি অসুস্থ। তিনবার অপারেশন হয়েছে। পেটে টিউমার হয়ে এখন একেবারে শয্যাশায়ী। প্রায়ই রক্তবমি হয়। আমি তাঁকে অন্যের বাড়িতে কাজে যেতেও দিতে পারিনা। ভয় করে। প্রতিবেশীদের কৃপায় দিনে একবার খেতে পাই। কখনও -কখনও নানান পাতাপুতি খেয়ে দিন কাটে। মাসে অন্তত চারদিন উপোস করি আমরা।

।। পেটের ভিতর আগুন জ্বলে ।।

মধুসূদন পাণ্ডা (৫০), গ্রাম কুসুমী, ৬নং চকইসমাইলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, দাতন ১নং ব্লক গত পাঁচ বছর ধরে আমি গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগছি। সে - জন্য কোনও কাজও করতে পারি না। বিপিএলের রেশন প্রায়শই তুলতে পারি না। হাতে টাকা থাকে না।ভিক্ষে করি। প্রায় প্রতিদিনই একবেলা খাবার জোটে। খিদের জ্বালায় পেটে যন্ত্রণা হয়। কোনও সরকারি সাহায্য জোটেনি। জানিই না, কোথায় কখন গ্রাম - সংসদের বৈঠক হয়।

।। নদীয়া ।।

কোনও দিন কেবল জল খেয়ে কাটে

কণাবালা দাস (৫০), গ্রাম তিলকপুর, গ্রাম ও ডিকি মাহাতপুর, চাপরা ব্লক আমার স্বামী ভরত দাস মরে গেছে। আমার ঘরে চারটি পেট -- আমি, আমার ছেলে, ছেলের বউ, নাতনি। আমার ছেলে ইটভাটায় কাজ করে। মদ খায়। বছরে দু -তিন মাস তার কাজ জোটে। আমার স্বামী ভিক্ষে করত। বছর তিনেক হল, মারা গেছে। আমরা কোনো সরকারি সাহায্য কখনও পাইনি। আমরা একটা খাসজমিতে বাস করি। জমির পাট্টা পেয়েছি। বিপিএলের চাল কখনও কিনতে পারিনি। কয়েকমাস পাঁচ কেজি করে অন্ত্যোদয় চাল মিলেছিল। এখন মাসে তিন কেজি করে চাল পাই।
আমার বউমার যখন বাচচা হবে, তখন সাহায্যের (জাতীয় মাতৃত্বজনিত সাহায্য প্রকল্প) আবেদন করেছিলাম। আমার নাতনির বয়স বছর ঘুরে গেল। এখনও এক কানাকড়িও পাইনি।
আমি লোকের বাড়িতে কাজ করি। কখনও ভিক্ষেও করি। গোটা বর্ষাকাল থেকে একেবারে অঘ্রান মাস পর্যন্ত একবেলার বেশি খাবার জোটে না। কোনও কোনও দিন কেবল জল খেয়েই কাটাতে হয়।
একবার, বছৰ ছয়েক আগে, আমার ছেলের নামে আট হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে তিনহাজার টাকার বেশি হাতে পাইনি। গ্রাম - সংসদের মিটিং কোথায় কখন বসে, আদৌ বসে কিনা, আমি জানি না। এখানে কোনও সরকারি কাজ (এসজেআরওয়াই) হয় না।

।। কোনওদিন একবেলা খেতে পাই ।।

শেফালি দাস (৪০), গ্রাম তিলকপুর, গ্রাম - ডাক মাহাতপুর, ব্লক চাপরা আমার ঘরে চারজন খাওয়ার। বড় ছেলে ইটভাটায় কাজ করে। বছরে দু - তিন মাস কাজ জোটে। দশ বছর আগে আমার স্বামীর বুক থেকে ‘জল’ বেরিয়েছিল। কাজ করতে গিয়ে হাত ভেঙেছে। দু - তিনবার অপারেশন করতে হয়েছে। সারেনি। শরীটা একেবারে পড়ে গেছে। কোনও কাজ করতে পারে না।
আমরা খাসজমিতে থাকি। পাট্টা পাইনি। ভাল করে খেতে পাই না। বর্ষায়, কার্তিক - অঘ্রাণে কোনও দিন একবেলা খেতে পাই। বিপিএল তালিকায় আমাদের নাম রয়েছে। কিন্তু হাতে টাকা থাকে না রেশন তোলার। অন্ত্যোদয় তালিকায় নাম উঠেছে। আগে বার - তিনেক পাঁচ কেজি করে চাল পেয়েছি। চারমাস আগে শেষবার পেয়েছি তিন কেজি চাল।
এমনকী, আমার ছেলের যখন কাজ থাকে, তখনও আমরা ভালভাবে খেতে পাই না। বর্ষা থেকে শু করে কার্তিক অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কোনওদিন একবেলা খাই, কোনওদিন কিছুই জোটে না। লোকেদের বাড়ি ভাত - টির বদলে কাজ করি দিই। গ্রাম সংসদের সভা কোথায় বসে, না - বসে, তার কিছুই জানি না। সরকারি কোনও কাজ (এসজেআরওয়াই) আমাদের গ্রামে কখনও হতে দেখিনি।

।। গ্রাম - সংসদের কথা শুনিনি ।।

হাসিনা বিবি (৩৫), গ্রাম তিলকপুর, গ্রাম ও ডাক মাহাতপুর, ব্লক চাপরা আমাদের ঘরে পাঁচজন। আমি, আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার বউ, তাদের একটা বাচচা। আমার ছেলে চার - পাঁচ মাস ইটের ভাটায় কাজ পায়। আমার স্বামী জনমজুরি করে। কিন্তু সে এত গ্ণ যে লোকে তাকে কাজে নিতে চায় না। বিপিএল তালিকায় আমাদের নাম আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনও সুবিধেই আমাদের জোটে না। বর্ষায় আর কার্তিক - অঘ্রহায়ণ মাসে দিনে একবার খেতে পেলেই বর্তে যাই। গ্রাম - সংসদের সভার কথা কিছু জানি না। কোনও সরকারি কাজকর্ম এখানে কখনও হতে দেখিনি।
নদিয়ার চাপরা ব্লকের তিলকপুর গ্রামের রেখা মণ্ডল (৫০) া মনোরমা মণ্ডলের (৪২) বারোমাস্যাও একইরকম -- অনাহার - অর্ধাহারে একঘেয়ে দিনাতিপাত তাঁদের। কৃষ্ণনগর ২-নং ব্লকের ধুবুলিয়া গ্রামের পিনাকী ভট্টাচার্যর (৩৮) চারজনের পরিবারে বর্ষার সময় দিনের পর দিন এককণা খাবার জোটে না। লাউপাতা, কুমড়োপাতা সেদ্ধ করে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয় প্রায়ই। নাকাশিপাড়া ব্লকেরকলাবাগ গ্রামের দুলাল শেখ (৭৫) আর তার বড় ছেলে গ্রামে ভিক্ষে করেন। ছোট ছেলে অন্ধ। মাছ বিত্রি করেন। অন্ধ বলে গ্রামের লোক তাঁর থেকে মাছ কিনে তাঁকে সাহায্য করেন। দিনের - পর -

দিন না - খেয়ে এবং একবেলা খেয়ে দিন কাটান তাঁরা । বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেছিলেন। কোনও ফল পাননি। নাকাশিপাড়া ব্লকের কলাবাগ গ্রামের আসলিমা বিবির (২৮) স্বামী মারা গিয়েছেন ২০০১ সালের ১৫ অক্টোবর। স্বামীর মৃত্যুসংক্রান্ত সব কাগজপত্র এক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েতে জমা দিয়েছিলেন আসলিমা। কোনও ফল পাননি এখনও। তাঁদের প্রায়ই দিন কাটে অর্ধাহারে, অনাহারে। বিপিএল তালিকায় নাম থাকলেও কোনও সুযোগ সুবিধা মেলে না। নাকাশিপাড়া লকের সালিগ্রামের শ্যামসুন্দর বেওয়া-র (৩৫) ছ-জনের পরিবার। ছ-জনের মধ্যে পাঁচজনই নাবালক। সাতবছর আকেআন্ত্রিকে স্বামী মারা গিয়েছেনি তাঁর। লোকের বাড়ি কাজ করে একজনের একবেলার খাবার জোটে। তা-ই সকলে মিলে ভাগ করে খান। বিপিএল তালিকায় নাম থাকাই সার, সেখান থেকে কিছু জোটে না। নাকাশিপাড়া ব্লকের সালিগ্রাম গ্রামের তনু বেওয়া -র (৭০) দু ছিলে বৃদ্ধা মাকে ফেলে কোথায় চলে গিয়েছে। ভিক্ষে করতেও পারে না। প্রতিবেশীরা যদি দয়া করে দু- মুঠো দেন, তাহলেই খাওয়া হয়, নইলে নয়। কৃষ্ণনগর -২ ব্লকের হরিডাঙ্গা দেবীপুর গ্রামের আকিলা বেওয়ার (৪০) বড় ছেলে চারবার বিয়ে করেছে। আলাদা থাকে। আরেক ছেলে অন্যের গ চরায়। সরকারি সাহায্যের (ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম) আবেদন করেছেন, কিছুই জোটেনি। তিনিগ্রাম - সংসদের বৈঠক বা এসজেআরওয়াই বিষয়ে কিছুই জানেন না।

।। দক্ষিণ ২৪-পরগনা ।।

দুই মেয়ে ভিক্ষে করে

ফুলচেহরা বিবি (৪৫) গ্রাম দক্ষিণ রায়পুর, পাথরপ্রতিমা ব্লক   এগারো বছর আগে আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। তাঁর মাথায় টিউমার হয়েছিল। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারিনি। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। এখনও তিনটে মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি। তাদের বয়স১৬, ১৪, ১১। এককাঠা জমির উপর একটা ছাউনি রয়েছে। চাষের জমি নেই। ছ-সাত বছর ধরে গ্যাসট্রিকে ভুগছি। ব্যথা এত বেড়ে যায় যে কোনও কাজ করতে পারি না। একে গ্যাসট্রিকের ব্যথা, তায় রক্তশূন্যতা। আমার দুই মেয়ে লোকের জমিতে কাজ করে। যখন কাপ পায় না, তখন ভিক্ষে করে। শ্রমজীবী মহিলা সমিতির চাপে আমার নামটা বিপিএল তালিকায় উঠেছে। অন্তোদয় অন্ন যোজনায়ও নাম আছে। সপ্তাহে আড়াই কেজি করে চাল পাই। অবশ্য, প্রায়ই চাল থাকলেও আমাদের কপালে জোটে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোজাম্মেল রাজের বাবা রেশন দোকান করেন।

বর্ষার সময় খাবার জোটানো খুব মুশকিল। কখনও একবেলা জোটে, কখনও তা-ও নয়। ঘরটা ভেঙে পড়েছে। সারাবার পয়সাকোথায়! গ্রাম - সংসদের সভা কবে কোথায় বসে, জানি না। সরকারি কর্মচারী আমাদের গ্রামে কিছু হয় না।

।। প্রধান কথা কানেই নেয় না।।

চপল সর্দার (৭০), মনসাতলা গ্রাম, গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পাথরপ্রতিমা ব্লক   সাপের কামড়ে আমার স্বামী মারা গিয়েছে৩০ বছর আগে। আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। সে এখন আমার সঙ্গেই থাকে। লোকের জমিতে কাজ করে। কিন্তু, তা বছরে ১০-১৫ দিন। আমাদের প্রতিবেশী হারান সর্দার আমার রেশনকার্ড নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। আরেক প্রতিবেশী বঙ্কিম সর্দার আমার কয়েকটা গাছ কেটে নিয়ে গিয়েছে।

কয়েক বছর আগে একবার এখানে রেশনকার্ড নিয়ে সমীক্ষা হয়েছিল। তাতে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তিন হাজার ভুয়া রেশনকার্ডধরা পড়েছিল। অথচ, এখনও পাঁচ হাজার লোকের কোনও রেশনকার্ড নেই। পঞ্চায়েতের প্রধান মায়া সরদার আর উপ - প্রধান এরাদআলি পাইক ও এক পঞ্চায়েত সদস্য নিতাই হালদার দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন।

আমি ভিক্ষা করি। কিন্তু আমি হাঁটতে চলতে পারি না। সে - জন্য কেবল বাজারে বসে ভিক্ষে মাগি। প্রধানকে বার্ধক্য - ভাতারকথা বলেছি অনেকদিন। সে কানেই নেয় না। গ্রাম - সংসদের মিটিঙের কথা আমি কিছুই জানি না। এখানে কখনও স্বর্ণজয়ন্তী প্রকল্পেরকোনও কাজ হতে দেখিনি।

।। চালে পোকা, দুর্গন্ধ ।।

সত্যবলা দফতরি (৬৫), পাথরপ্রতিমা   আমার কোনও ছেলেপুলে নেই। এক বিঘা জমি আছে। আমার স্বামীর মারা যাওয়ার পর কোনও টাকা - পয়সা পাইনি। পঞ্চায়েত সদস্য বলেছিল আমি দশ হাজার টাকা পেতে পারি। কিন্তু কিছুই জোটেনি। ছ - মাস অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে দশ কেজি করে চাল পেয়েছিলাম। সেই চাল পোকা আর দুর্গন্ধে ভরা। মাস দুয়েক ভাল চাল দিয়েছিল। কখনও কেউ আমাকে গ্রাম - সংসদের সভায় যেতে বলেনি।। এখানে স্বর্ণজয়ন্তীর কোনও কাজ কখনও হয়নি।

।। পেটে আগুন জ্বলে ।।

বিরাজ হালদার (৫৩), মশামারি, ব্লক ও পঞ্চায়েত কুলপি   আমাদের পরিবারে আটজন সদস্য। আমি, আমার স্ত্রী, পাঁচ মেয়ে, এক ছেলে। ছেলের বয়স বারো বছর। বছরখানেক ধরে আমার দুই মেয়ে কলকাতায় বাবুর বাড়িতে কাজ করে। ছেলেটা মাসে একশো টাকা পায় ইটভাটায় কাজ করে। হাড়ভাঙা খাটুনি সেখানে। তার উপর দালালকে টাকা দিতে হয়। সদ্য ওই কাজ ছেড়ে দিয়ে সে একটা মুদির দোকানে কাজ করছে। মাসে তিনশো টাকা পায়। আমি কিনটির অসুখে ভুগছি। আমার স্ত্রী রক্তাল্পতায় ভুগছে। এক মেয়ের অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছে। কারও কোনও চিকিৎসার খরচ কোথায় পাব! বাড়ির লাগোয়া জমিতে একটু - আধটু শাক - সবজি লাগাই।

আমাদের আটজনের রেশনকার্ডের মধ্যে তিনজনের কার্ডে বিপিএল ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে। সিপিএমের এক নেতা অন্য কার্ডগুলিতে বিপিএল তালিকাভূক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর সে - নামগুলি রেশন - ডিলার বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এখানকার উপ - প্রধানই রেশন দোকানের মালিক। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করতে গেলাম, তিনি আমাকে রীতিমতো শাসালেন। বললেন, "যদি বেশি ঝামেলা করো, তাহলে অন্য কার্ডগুলিও বাতিল করে দেব।" প্রধান মাধবী দাস গরিবদের জন্য কিছু করেন না। একবার ঝড়ে যখন আমার ঘরে চাল উড়ে গেল, আমি প্রধানের কাছে গেলাম ত্রিপল চাইতে। তিনি মুখের উপর বলে দিলেন, "তোমাকে আমি চিনি না।"

আমি জানি না, কখন কোথায় গ্রাম - সংসদের সভা হয়, স্বর্ণজয়ন্তী রোজগার যোজনার কোনও কাজ এখানে কখনও হয়নি। গ্রামের মানুষের রোজগারের জায়গা কেবল ইটভাটা। সেখানে বছরে সাকুল্যে কুড়ি থেকে ত্রিশদিনের কাজ মেলে। সারাক্ষণ পেটে আগুনজ্বলে। গত দশবছর এ-রকম চলছে।

।। ব্রাহ্মণকে সাহায্য কীসের ।।

গীতা চক্রবর্তী (৪০), গ্রাম মশামারী, ব্লক ও পঞ্চায়েত কুলপি   এখন আমরা পাঁচজন। আমি, আমার স্বামী, দুই মেয়ে (১৬ আর ৭), এক ছেলে (৫)। আরেক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মেজ মেয়ে এক বাড়িতে কাজ করে। ছশো টাকা পায়। আমিও কাজে লেগেছি। রোজ এককেজি চাল পাই। তবে সবদিন কাজ জোটেনা। আমার স্বামী প্রতিবন্ধী। তিনি কাজ করতে পারে না। ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। সারাবার টাকা কোথায় পাব! প্রধানের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি বলে দিলেন, "তোমরা ব্রাহ্মণ। উঁচু জাতের জন্য কোনও সাহায্য মিলবে না।"

আমরা বিপিএলের চাল পাই দু-জনের জন্য। অন্তোদয় যোজনা থেকে কিছু পাই না। আগে আমার দেওর কিছু সাহায্য করতেন। বারো বছর আগে সে মারা যাওয়ার পর আমরা সবসময় পেটে খিদে নিয়ে বসে থাকি। বর্ষায় আর আশ্বিন - কার্তিক মাসে। প্রায়ই কিছুই জোটে না। দিনে কোনওরকমে একবেলা জোটে তো আরেকবেলা জোটে না। শাকপাতা থোড় সেদ্ধ করে খাই। তা-ও রোজ কোথায় পাই!

মশামারী গ্রামের আঙুরবালা দলুই (৫০) বা সাবিত্রী পাইকের (৬০) দিন গুজরানে কোনও তফাত নেই অন্যদের সঙ্গে। কেউইকোনওরকম সরকারি সাহায্য পান না। ইটভাটায় কঠোর পরিশ্রম করেও রোজ ভাত জোটাতে পারেন না। চকমনোহরহরি গ্রামের রীতা বেরা (২৭), কনকলতা ডাকুয়া (৪৬), ফটিকুরের রেজিনা (১২) কিংবা দিগম্বরপুরের কুব্জা শিকারি (৬০), শকুন্তলা মণ্ডল, দুর্গানগরের শান্তিমণি মাঝির (৬৮) জীবনযাত্রা কিছু আলাদা নয়। সকলেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। অথচ ভোটের সময় ছাড়া পার্টি আর সরকার তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

।। উত্তর ২৪-পরগনা।।

ছেলে মা - বাপকে দ্যাখে না

খগেন পরামানিক (৬০), গ্রাম রাঘবপুর, হাসানবাদ ব্লক আমি পেশায় ক্ষৌরকার। কিন্তু এখন আর তেমন কাজ করতে পারি না। আঙুলগুলি অবশ হয়ে গেছে। বাড়িতে বউ, এক ছেলে, এক মেয়ে রয়েছে। মেয়েটি মিরগি রোগে ভুগছে। ছেলেও ক্ষৌরকর্ম করে। আলাদা থাকে। বাবা - মা - বোনকে দ্যাখে না। বউ খেতে কাজ করে দিনে কুড়ি টাকা উপায় করে। বছরে দেড় - দুমাস কাজ পায়। এ-দিকে এতভেড়ি হয়ে গেছে যে চাষের জমি ক্রমশ কমছে। বছরের অধিকাংশ সময় ভিক্ষে করে খেতে হয়। বিপিএল তালিকায় নাম আছে মাত্র, রেশনদোকানে কখনও কোনও মাল পাই না। পঞ্চায়েত সদস্যকে অনেকবার বলেছি। কোনও কাজ হয়নি।

।। পঞ্চায়েত সদস্য দাঁত খিঁচোয়।।

ছবিতা বিবি (৬৫), গ্রাম ভেবিয়া ঘোনারবন, চাঁপালি অঞ্চল, হাসনাবাদ আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেদুটি অদক্ষ শ্রমিক। কখনও কাজ পায়, কখনও পায় না। দল বদলাবার পর বিপিএল কার্ড হয়েছে। কেরে াসিন ছাড়া রেশনে কিছুই জোটে না। পঞ্চায়েত সদস্যকে বলতে গেলে সে খিঁচিয়ে ওঠে, “আমরা কি ঘরে থেকে চাল - গম দেব তোদের!”

।। খিদের অভ্যেস হয়ে গেছে।।

মঙ্গল সরদার (৭০), গ্রাম রাঘবপুর, তাঁতিপাড়া, হাসনাবাদ আমি থাকি ছেলে - ছেলের উয়ের সঙ্গে। তাদের দুটি ছেলে আছে। ছেলে খেতমজুর। সে - কাজও সম্বচ্ছরের নয়। দিনে কুড়ি - তিরিশ টাকা পায়। বিপিএল তালিকায় নাম অ াছে মাত্র। কোনও সরকারি সুবিধাই জোটে না। প্রায়ই না - খেয়ে দিন কাটে। খিদের অভ্যেস হয়ে গেছে

।। গতর নেই, কাজ নেই।।

গঙ্গারানি সর্দার (৬৫), গ্রাম খড়িডাঙা, রাজেন্দ্রপুর, বারাসত (১) পার্টির লোক ধরে বিপিএল তালিকায় নাম উঠেছে। কিন্তু রেশনকার্ড পাইনি।। আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। এক ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। অন্যজন খেতমজুর। নিয়মিত কাজ পায় না। গ্রামসভায় যাই, সেখানে কাজের কাজ কিছুই হয় না। একবার গ্রামের মানুষ দুশো টাকা করে পেয়েছিল পায়খানা বানানোর জন্য। পঞ্চায়েত বলে, ‘তোমরা শুধু সাহায্য চাও কেন? গতর খাটিয়ে রোজগার করতে প ারো না?” বাবুদের কে বোঝাবে, আমাদের গতরও নেই, কাজও নেই। কিন্তু মিছিলে যাওয়ার কাজে খুব ডাক পড়ে। পঁ াচবছর হল ত্রাণের কাজ (জিআর) বন্ধ হয়ে গেছে। বাচচাদের স্কুলে খিচুড়ি খাওয়ায়, তা - ও খুব খারাপ।

।। হাজারো প্রতিশ্রুতি শুনি।।

মহম্মদ আমসুদ্দিন গাজি (৫০), মাখালগাছা, হাসনাবাদ ব্লক আমার বিপিএল কার্ড আছে। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার বর াদ্দ সপ্তাহে পাঁচ কেজি চাল পাই। চালের দাম ৩.৪০ পয়সা প্রতি কেজি। গ্রামের ১০-১২ জন এই সুবিধা পায়। অন্য - কোনও সুবিধা জোটে না। আমার দুই মেয়ে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। চার - পাঁচ মাসে সেখান থেকে মাথাপিছু ৮০০ গ্রাম চাল পায় তারা। চালের রকম খারাপ নয়। দশ মাস আগে শেষবার চাল দিয়েছিল। আমার বড় ছেলে ষষ্ঠ শ্রে ণী পর্যন্ত পড়েছিল। এখন বিড়ি বাঁধে। পঞ্চায়েতে পুকুরচুরি হয়। প্রতি বুথে ২-৪ জন সুবিদা (এনওএপিএস এবং এনএইচবিএস) পায়। অন্যেরা পায় না। খেতের কাজ জোটে ১৫-২০ দিন। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। আমিও খেতমজুরে কাজ করি। গত পাঁচবছরে পঞ্চায়েত সাকুল্যে তিনদিনের কাজ দিয়েছে। রোজ ৩০ টাকা। গ্রাম সংসদের সভ ায় নিয়মিত যাই, প্রতিশ্রুতি শুনি।

এঁরা ছাড়াও উত্তর চবিবশ পরগণার হাসনাদ ব্লকের রাঘবপুর গ্রামের শিবনাথ সর্দার (৫৫), তিলক সর্দার (৬০), হরিদাস সর্দার (৬৫), মঙ্গলা সর্দার (৭০) বা বিপিন মণ্ডলদের (৫০) অবস্থা একইরকম। এঁদের নির্দিষ্ট আয় বলতে কিছু

নেই। খেতমজুরের কাজ জোটে মরসুমে দশ - পনেরো দিন। মজুরি ২০-৩০ টাকা রোজ। অনেকের নাম বিপিএল তালিক ায় থাকলেও, রেশনকার্ডে বিপিএল ছাপ পড়েনি। অনেকের নামই ওঠেনি বিপিএল তালিকায়। বিপিএল - মার্কা রেশনক ার্ড থাকলেই যে গ্রামবাসীরা স্বর্গে উঠেছেন, তা নয়। রেশনে চাল - গম সততই বাড়ন্ত। পার্টির অনুগত্য না - থাকলে বিপিএল কার্ড পাওয়া সম্ভব নয়। রেশনে চাল - গম মিলছে না। কেন,প্রশ্ন করলে পঞ্চায়েতের সদস্যরা (যাঁরা আবার অধিকাংশই রেশন - ডিলার) বলেন, "ওপর থেকে মাল না - পাঠালে আমরা দেব কোত্থেকে?" পাশাপাশি, পার্টির (সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস যে যেখানে পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়) সম্পন্ন গৃহস্থেরও বিপিএল - কার্ড রয়েছে। বিপিএলের চাল - গম তাঁরা হাঁস - মুরগিকে খাওয়ান।

এইভাবেই চলছে। ১৯৭৮সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়) আসার পর যাঁরা লাল - টুকটুকে দিনের আশা করেছিলেন, তাঁদের অনেকের অনাহারগ্রস্ত শরীর যে আজ মিছিলে যাওয়ার শক্তি হারিয়ে তাঁদের শিথিল হাত থেকে যে খসে পড়ছে পতাকার দণ্ড, তা জেনেও জানে না আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, মহাকরণ। জানে না, ভাতের আশায় এঁদের কেউ- কেউ কোনওদিন কামতাপুরি, কেউ -বা জনযোদ্ধা হয়ে উঠতে পারেন!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com